# বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (পরিসংখ্যান সহকারী)- বাংলা

উত্তর: গ

**১. কোনটি ধ্বনি বিপর্যয়ের উদাহরণ**?/বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (পরিসংখ্যান সহকারী)-২০২১]

ক. শরীর→ শরীল

খ. স্ত্রী→ ইস্তিরি

গ. পিশাচ→পিচাশ

ঘ. গৃহিণী→ গিন্নি

- বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যাঃ
- ধ্বনি বিপর্যয়ের উদাহরণ হল: পিশাচ > পিচাশ।
- শব্দের মধ্যে দুটো ব্যঞ্জনের পরস্পর পরিবর্তন ঘটলে তাকে ধ্বনি বিপর্যয় বলে।
- ধ্বনি বিপর্যয়ের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হল: ফাল
  > লাফ, বাক্স > বাক্ষ, ম্যাজ > মজ্যা, তলোয়ার >
  তরোয়াল।
- শরীর > শরীল হচেছ বিষমীভবন।
- স্ত্রী > ইস্তিরি হল আদিস্বরাগমের উদাহরণ।
- গৃহিনী > গিন্নি সম্প্রকর্ষ বা স্বরলোপের উদাহরণ।
- ২. 'বিদ্বজ্জন' এর সন্ধি-বিচ্ছেদ কোনটি?!বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (পরিসংখ্যান সহকারী)-২০২১!

ক. বিদ্য + জ্জন

খ. বিদ্বৎ + জন

গ. বিদ্ব + জন

ঘ. বিদ্বৎ + জ্জন টত্তর: খ

# বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যাঃ

- বিদ্বজ্জন এর সন্ধি বিচ্ছেদ হল বিদ্বৎ + জন = বিদ্বজ্জন।
- ত্ও দ্- এরপর জ্ও ঝ্থাকলে ত্ও দ্ এর স্থানে জ্ হয়। যেমন:
  - \* সৎ + জন = সজ্জন
  - কুৎ + ঝিটকা = কুজ্বটিকা
  - \* তৎ + জন্য = তজ্জন্য
  - \* যাবৎ + জীবন = যাবজ্জীবন
  - \* জগৎ + জীবন = জগজ্জীবন
  - \* উৎ + জ্বল = উজ্জ্বল
- **৩. কোনটি গ্রিক শব্দ নয়** প্রবিংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (পরিসংখ্যান সহকারী)-২০২১]

ক. কেন্দ্ৰ

খ. দাম

গ. সুড়ঙ্গ

ঘ. ডেগ্ৰ

উত্তরঃ গ. ঘ

#### বিদ্যাবাডি ব্যাখ্যা:

- গ্রিক শব্দ নয়- ডেঙ্গু।
- ডেঙ্গু শব্দটি স্পেনীয় ভাষা থেকে আগত।
- বাংলা ভাষায় আগত কয়েকটি গ্রিক শব্দ হলো: কেন্দ্র, দাম, সুড়ঙ্গ, ইউনানি, কিলো, ডেকা, হেক্টো ইত্যাদি।
- 8. কোনটি পদাত্মক দ্বিরুক্তির উদাহরণ?/বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (পরিসংখ্যান সহকারী)-২০২১]

ক. দিন দিন

খ. রোজ রোজ

গ. হাতে হাতে

ঘ, শুনশান

উত্তর: গ

# বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যাঃ

পদাত্মক দিরুক্তির উদাহরণ হল: হাতে হাতে ।

- বিভক্তিযুক্ত পদের দুবার ব্যবহারকে পদাত্মক দ্বিরুক্তি বলা হয়। যেমন: ভয়ে ভয়ে, হাটে হাটে ইত্যাদি।
- 'রোজ রোজ ও দিন দিন পুনরাবৃত্ত দ্বিত্ব । পুনরায় আবৃত্ত
   হলে তাকে পুনরাবৃত্ত দ্বিত্ব বলে ।
- 'শুনশান' হচ্ছে ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তি এর উদাহরণ।
   কোনো কিছুর স্বাভাবিক বা কাল্পনিক আকৃতিবিশিষ্ট শব্দের রূপকে ধ্বন্যাত্মক শব্দ বলে।

#### ৫. প্রত্যেক পদের অর্থ প্রাধান্য পায় কোন সমাসে?

[বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (পরিসংখ্যান সহকারী)-২০২১]

ক. দ্বন্দ্ব সমাসে

খ. দ্বিগু সমাসে

গ. নিত্য সমাসে

ঘ. বহুব্রীহি সমাসে উত্তর: ক

# বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা: প্রত্যেক পদের অর্থ প্রাধান্য পায় দ্বন্দ্ব সমাসে।

- যে সমাসে প্রত্যেকটি সমস্যমান পদের অর্থের প্রাধান্য থাকে তাকে দল্ব সমাস বলে।
- কয়েকটি দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ: চা-বিস্কুট, অহিনকুল, আয়-বয়য়, হাত-পা, ভালো-মন্দ, হাট-বাজার
  ইত্যাদি।
- দিগু সমাসে সমহার বা সংখ্যাবাচক শব্দ থাকবে।
   যেমন: চৌরাস্তা, পঞ্চতুত, চতুরঙ্গ, সপ্তাহ, তেমাখা
   ইত্যাদি।
- নিত্য সমাসে সমস্যমান পদগুলো নিত্য সমাস বদ্ধ থাকে এবং ব্যাসবাক্যের দরকার হয় না। যেমন: দেশান্তর, গ্রামুতর, জলমাত্র, কালসাপ, গৃহান্তর ইত্যাদি।
- বহুব্রীহি সমাসে তৃতীয় কোনো ভিন্ন অর্থ প্রদান করে।
   যেমন: বিপত্মীক, পদ্মনাঙ, ছা-পোষা, হাতেখড়ি,
   দশানন, হাতাহাতি, তেপায়া ইত্যাদি।

# ৬. 'মেঘে বৃষ্টি হয়'- কোন কারকে কোন বিভক্তি?

[বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (পরিসংখ্যান সহকারী)-২০২১]

ক. অধিকরণে ৭মী গ. করণে ৭মী খ. অপাদানে ৭মী ঘ. কৰ্মে ৭মী

উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যাঃ

- <u>"মেঘে</u> বৃষ্টি হয়়" এটি অপদান কারকের ৭মী বিভক্তি।
- যা থেকে কিছু বিচ্যুত, গৃহীত, জাত, বিরত, আরম্ভ, দূরীভূত ও রক্ষিত হয় এবং যা দেখে কেউ ভীত হয় তাকেই অপাদান কারক বলে।
- কয়েকটি অপাদান কারকের উদাহরণ: বাবাকে বড্ড
   ভয় পাই, টাকায় টাকা হয়, তিলে তৈল হয়, পাপে
   বিরত হও ইত্যাদি।
- অধিকরণে ৭মী এর উদাহরণ- কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল কাজে মন দাও।
- করণে ৭মী এর উদাহরণ- মন সাধনায় সিদ্ধি লাভ হয়।



- কর্মকারকের ৭মী বিভক্তির উদাহরণ: <u>বিপদে</u> যেন করিতে পারি জয়।
- ৭. 'চিন্তা করো না, কালই আসছি'- বাক্যটি কোন কালের? [বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (পরিসংখ্যান সহকারী)-২০২১]

ক. ঘটমান ভবিষ্যৎ

খ. ঘটমান বর্তমান

গ. পুরাঘটিত বর্তমান বিদ্যাবাডি ব্যাখ্যাঃ

ঘ. পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ **উত্তরঃ** খ

- 'চিন্তা করো না, কালই <u>আসছি</u>'- বাক্যটি ঘটমান বর্তমান কালের।
- যে কাজ শুরু হয়েছে, কিন্তু শেষ হয়নি তাকে ঘটমান বর্তমান কাল বলে।
- ঘটমান বর্তমান কালের উদাহরণ গুলো হলো: দিকে
  দিকে আগুন জুলছে, হাসান বই পড়ছে, আগামী মাসে
  আমরা সিলেট যাচিছ ইত্যাদি।
- পুরাঘটিত বর্তমানের কালের উদাহরণ স্বরূপ: তারা বাড়িতে ফিরেছে, আমি অঙ্কটি করেছি ইত্যাদি।
- ঘটমান ভবিষ্যৎকাল: আমরা ফুটবল খেলতে থাকবো, এমন ঘটনা ঘটতেই থাকবে।
- পুরাঘটিত ভবিষ্যৎকাল: আমরা সেখানে গিয়ে থাকব।
- **৮. নিচের কোনটি বাক্যের বৈশিষ্ট্য নয়?**[বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (পরিসংখ্যান সহকারী)-২০২১]

ক, অভিপ্ৰায়

খ. আসত্তি

গ. যোগ্যতা

ঘ. আকাজ্ঞা

উত্তরঃ ক

# বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যাः ■ অভিপ্রায় বাক্যের বৈশিষ্ট্য নয়।

- যে সুবিন্যস্ত পদসমষ্টি দ্বারা কোনো বিষয়ে বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ পায় তাকে বাক্য বলে।
- বাক্যের বৈশিষ্ট্য বা গুণ রয়েছে ৩টি।
- "আকাজ্ফা" হচ্ছে বাক্যের ১ম গুণ। যা এক পদের পর অন্য পদ শোনায় যে ইচ্ছা, তাই আকাজ্ফা। যেমন: আমি ভাত খেয়ে -----।
- 'আসত্তি' হচ্ছে বাক্যের অর্থসঙ্গতি রক্ষার জন্য সুশৃঙ্খল পদ বিন্যাস। যেমন: 'আমি স্কুলে যাবো'।
- 'যোগ্যতা' হচ্ছে পদসমূহের অন্তর্গত এবং ভাবগত
   মিলবন্ধন। যেমন: বর্ষার রৌদ্র প্লাবনের সৃষ্টি করে।
- ৯. 'নিখাদ' অর্থে 'কাঁচা' শব্দের ব্যবহার কোনটি?

[বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (পরিসংখ্যান সহকারী)-২০২১]

ক. কাঁচা ইট

খ. কাঁচা চুল

গ. কাঁচা কথা বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা: ঘ. কাঁচা সোনা

সোনা **উত্তর:** ঘ

#### 'নিখাদ' অর্থে 'কাঁচা' শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে, 'কাঁচা সোনা' শব্দে।

- 'কাঁচা সোনা' শব্দের অর্থ খাঁটি বা নিখাদ স্বর্ণ ।
- 'কাঁচা ইট' শব্দটির অর্থ হল অদপ্ধ ইট।
- 'কাঁচা চল' এর অর্থ কালো চল।

'কাঁচা কথা' শব্দের অর্থ গুরুত্বহীন কথা।

## ১০. 'গুধ্র' শব্দের অর্থ কী?

[বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (পরিসংখ্যান সহকারী)-২০২১]

ক. লম্পট

খ. বৈষ্ণব গুরু

ঘ. সাপ

উত্তর: গ

#### গ. শকুন বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'গুধ্র' শব্দের অর্থ শকুন।
- 'গুধ্র' শব্দটি বিশেষ্য পদ।
- "লম্পট' শব্দের অর্থ চরিত্রহীন, কামুক।
- 'লম্পট' শব্দটি বিশেষণ পদ।
- বৈষ্ণব গুরু→ঋষি।
- 'সাপ' শব্দটি বিশেষ্য পদ। যার অর্থ হল হিংশ্র বিষধর বা হীন সরীসৃপ বিশেষ।
- **১১. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ** ? বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (পরিসংখ্যান সহকারী)-২০২১]

ক. চুৰ্ণবিচুৰ্ণ

খ. চুর্ণবিচূর্ণ

গ. চুর্নবিচুর্ণ

ঘ. চূর্ণবিচূর্ণ

**উত্তরঃ** ঘ

# বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যাঃ

- 'চূর্ণবিচূর্ণ' বানানটি শুদ্ধ। এর অর্থ ভগ্নাঙ্কঘটিত। এটি বিশেষণ পদ।
- কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গুদ্ধ বানান নিম্নে দেওয়া হল: মুমূর্ষ্,
  মনঃকষ্ট, কর্নেল, স্টেশন, পোস্ট, স্বতঃস্ফূর্ত, সংবর্ধনা,
  শ্রদ্ধাঞ্জলি, শরৎ, অমাবস্যা, গাইস্থা, কৃষিজীবী, পূর্বাহু,
  মধ্যাহু, সৌজন্য ইত্যাদি।
- **১২. শব্দের দ্বিরুক্তি কত প্রকার?** বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (পরিসংখ্যান সহকারী)-২০২১]

ক. ২ প্রকার

খ. ৩ প্রকার

গ. ৪ প্রকার

ঘ. ৫ প্রকার

উত্তর: খ

# বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যাঃ

- শব্দের দ্বিরুক্তি মূলত তিন প্রকার।
- একটি শব্দ পর পর দুই বার ব্যবহৃত হলে তাকে দ্বিরুক্ত
   শব্দ বলে।
- শব্দের দ্বিরুক্ত ৩টি।
- শব্দের দ্বিরুক্তি: একই শব্দ দুইবার ব্যবহার এবং শব্দ দুটি অবিকৃত থাকে। যেমন: ভাল ভাল আম, বড় বড় বই।
- পদের দ্বিরুক্তি: দুটি পদে একই বিভক্তি প্রয়োগ এবং
  শব্দ দুটি ও বিভক্তি অপরিবর্তিত থাকে। যেমন: <u>দেশে</u>
  <u>দেশে</u> ধন্য ধন্য করতে লাগল, <u>ঘরে ঘরে</u> লেখাপড়া
  হচ্ছে।

#### ১৩. নিচের কোনটি তৎসম শব্দ নয়?

[বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (পরিসংখ্যান সহকারী)-২০২১]

ক, ঢাক

খ. প্রস্তর

গ. চক্ৰ

ঘ. মিথ্যা

উত্তর: ক



#### বিদ্যাবাডি ব্যাখ্যা:

অনুকার/ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তি: কোনো কিছুর স্বাভাবিক বা কাল্পনিক অনুকৃতিবিশিষ্ট শব্দের রূপ। যেমন: সাঁ সাঁ করে তিরমালা ছুটে যাচেছ, ফোড়া টনটন করে, গা ছমছম করে, ঘেউ ঘেউ, কুট কুট, ঝি ঝি ইত্যাদি।

#### ১৪. উপদেশাত্মক অনুজ্ঞাভাবের উদাহরণ কোনটি?

[বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (পরিসংখ্যান সহকারী)-২০২১]

- ক. আমটা খাও
- খ. মানুষ হও
- গ. কাল দেখা করো
- ঘ. ভাল করে পড়লে পাস করবে

উত্তর: খ

#### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যাঃ

- তৎসম শব্দ নয়- ঢাক। ঢাক শব্দের অর্থ চর্মাবৃত বৃহৎ বাদ্যযন্ত্র বিশেষ।
- ঢাক শব্দটি বিশেষ্য পদ।
- 'ঢাক' দেশি শব্দ।
- যেসব শব্দ সংস্কৃত ভাষা থেকে সরাসরি বাংলায় এসেছে এবং যাদের রূপ অপরিবর্তিত রয়েছে যেসব শব্দকে তৎসম শব্দ বলে। কয়েকটি তৎসম শব্দ হল: চন্দ্ৰ, সূৰ্য, নক্ষত্র, ভবন, ধর্ম, মনুষ্য, পাত্র, চক্র, প্রস্তর, মিথ্যা ইত্যাদি।
- উপদেশাতাক অনুজ্ঞাভাবের উদাহরণ হল- 'মানুষ
- যে বাক্যে আদেশ, অনুরোধ, উপদেশ, প্রার্থনা ইত্যাদি বুঝায় সেই বাক্যকে অনুজ্ঞাবাচক বাক্য বলে। যেমনः
  - দাঁড়িয়ে থাক।
  - আমাদের বাড়িতে পদধুলি দেবেন।
  - সত্য কথা বলিবে।
- আদেশ অর্থে অনুজ্ঞা হল- আমরা খাও।
- 'ভালো করে পড়লে পাস করবে' এটি ক্রিয়ার সাপেক্ষভাবের প্রয়োগ হয়েছে।
- 'কাল দেখা করো' বাক্যটিতে অনুরোধ বুঝাচ্ছে যেটি ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞা।

#### ১৫. 'সূচয়নী' কোন ধরনের গ্রন্থ?

[বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (পরিসংখ্যান সহকারী)-২০২১]

ক. গল্পগুচ্ছ

খ. কবিতা সংকলন

গ, রচনাসমগ্র

ঘ. আত্মজীবনীমূলক উত্তর: খ

#### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'সূচয়নী' কবিতা সংকলন গ্ৰন্থ।
- সূচয়নী গ্রন্থটির রচয়িতা কবি জসীম উদ্দীন।
- ১৯৬৯ সালে সূচয়নী গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।
- কবি জসীম উদ্দীন এর উল্লেখযোগ্য কবিতা গুলো হল: রাখালী (১৯২৭), নকশী কাঁথার মাঠ (১৯২৯), সোজন বাদিয়ার ঘাট (১৯৩৪), এক পয়সার বাঁশি, ধানক্ষেত, মা যে কান্দে জননী ইত্যাদি।

- গল্পগুচ্ছ: বাঙ্গালীর হাসির গল্প।
- রচনাসমগ্র: বোবা কাহিনী ও বউটুকানির ফুল ইত্যাদি।
- জীবনকথা (১৯৬৪) তাঁর আত্মজীবনী মূলক রচনা।

#### ১৬. 'তত্তবোধিনী' পত্রিকা কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?

[বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (পরিসংখ্যান সহকারী)-২০২১]

ক. ১৮৪১ সালে গ. ১৮৪৩ সালে খ. ১৮৪২ সালে

ঘ. ১৮৪৪ সালে

উত্তর: গ

# বিদ্যাবাডি ব্যাখ্যা:

- 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকাটি ১৮৪৩ সালের ১৬ আগস্ট প্রকাশিত হয়।
- অক্ষয় কুমার দত্তের সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয়।
- পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- পত্রিকাটি ছিল ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্রবোধিনী সভার মুখপত্র।
- পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন:
  - দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
  - ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
  - অক্ষয় কুমার দত্ত
  - রাজনারায়ন বসু
  - রাজেন্দ্রলাল মিত্র

#### ১৭. 'খেউর গাওয়া' বাগধারার অর্থ কী?বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (পরিসংখ্যান সহকারী)-২০২১]

ক. গালাগালি করা

খ. প্রলাপ বকা

ঘ. প্রশংসা করা

উত্তর: ক

#### গ. একধরনের গান বিদ্যাবাডি ব্যাখ্যা:

- 'খেউর গাওয়া' বাগধারাটির অর্থ হল- গালাগালি করা।
- সাধারণ অর্থের বাইরে যা বিশিষ্ট অর্থ প্রকাশ করে তাকে বাগধারা বলে। যেমন:
  - ইঁদুর কপালে = নিতান্ত মন্দ ভাগ্য
  - গড্ডলিকা প্রবাহ = অন্ধ অনুকরণ
  - জীয়ন্তে মারা = জীবন্যুত
  - ফোঁড়ন দেয়া বা কাটা = উত্তেজনাকর টিপ্পনী কাটা
  - দা-কুমড়া = শত্ৰুতা
  - \* নাকাল হওয়া = জব্দ হওয়া ইত্যাদি।

#### ১৮. সুকান্ত ভট্টাচার্য কত সালে মৃত্যুবরণ করেন?

[বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (পরিসংখ্যান সহকারী)-২০২১]

ক. ১৯৪৫ সালে

খ. ১৯৪৬ সালে

গ. ১৯৪৭ সালে

ঘ. ১৯৪৮ সালে

উত্তর: গ

# বিদ্যাবাডি ব্যাখ্যা:

- সুকান্ত ভট্টাচার্য ১৪ মে. ১৯৪৭ সালে যক্ষা রোগে আক্রান্ত হয়ে মাত্র ২০ বছর ৯ মাস বয়সে মারা যান।
- সুকান্ত ভট্টাচার্য ১৫ আগস্ট, ১৯২৬ সালে কলকাতায় জনুগ্রহণ করেন।
- তিনি 'কিশোর কবি' হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

- তিনি 'স্বাধীনতার কিশোর সভা' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও | ১৯. নিচের কোনটি 'কুহক' এর সমার্থক শব্দ নয়? সম্পাদক।
- তাঁর রচিত গ্রন্থ সমূহ হল:
  - ছাড়পত্ৰ
  - পূৰ্বাভাস
  - ঘুম নেই
  - অভিযান
  - মিঠে কড়া
  - হরতাল
  - গীতিগুচ্ছ (কাব্যগ্রন্থ) ইত্যাদি।
- তার জীবিত অবস্থায় প্রকাশিত একমাত্র গ্রন্থ হল 'আকাল' যা ১৯৪৩ সালে প্রকাশিত হয়।

[বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (পরিসংখ্যান সহকারী)-২০২১]

ক. বচন

খ. মায়া

ঘ. ছল

উত্তর: ক

### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

গ, ভেলকি

- 'কুহক' শব্দের সমার্থক শব্দ নয় বচন।
- বচন শব্দটির সমার্থক শব্দ হল: কথা, প্রবচন, কথন, উক্তি ইত্যাদি।
- বচন শব্দটি বিশেষ্য পদ।
- 'কহক' শব্দটি বিশেষ্য পদ।
- কুহক শব্দের সমার্থক শব্দগুলো হল: মায়া, ভেলকি, ছল, ছলনা, ইন্দ্রজাল, প্রতারণা, ধোঁকা, ভ্রম, জাদু ইত্যাদি।
- সম-অর্থ জ্ঞাপক ভিন্ন শব্দকে সমার্থক শব্দ বলে।

# বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) (সহকারী পরিচালক)- বাংলা

- কোন বানানটি শুদ্ধ?[বাংলাদেশ পল্লী উনুয়ন একাডেমী (বার্ড)-(সহকারী পরিচালক)-২০২২
  - ক, সমীচীন

খ, সমিচীন

গ. সমীচিন

ঘ. সমিচিন

উত্তর: ক

#### বিদ্যাবাডি ব্যাখ্যা:

- শুদ্ধ বানান হলো 'সমীচীন'। এটি বিশেষন পদ। এর অর্থ যথার্থ, ন্যায়সঙ্গত।
- কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গুদ্ধ বানান- মুমুর্যু, মনীষী, গীতাঞ্জলি, শ্রদাঞ্জলি, দুরবস্থা, অভিষেক, শশব্যস্ত, শুভাশিস, আশীবিষ, অহোরাত্র, ত্রিনয়ন, পুর্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন।
- বাংলা বর্ণমালায় মাত্রাবিহীন বর্ণের সংখ্যা কয়টি?

[বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড)-(সহকারী পরিচালক)-২০২২]

ক. আটটি গ, দশটি

খ. নয়টি

ঘ, এগারটি

উত্তর: গ

# বিদ্যাবাডি ব্যাখ্যা:

- বাংলা বর্ণমালায় মাত্রাবিহীন বর্ণের সংখ্যা ১০টি।
- মাত্রা অনুযায়ী বর্ণ তালিকা।

#### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- কাজী নজরুল ইসলামের গ্রন্থ হলো– 'রাঙাজবা'। এটি তার শ্যামা সঙ্গীত গ্রন্থ।
- 'রাঙাজবা' প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ সালে।
- কাজী নজরুলের অন্যান্য সঙ্গীত গ্রন্থগুলো হলো-বুলবুল, চন্দ্রবিন্দু, চোখের চাতক, সন্ধ্যা, বনগীতি, গানের মালা. স্বরলিপি. গুলবাগিচা. গীতি শতদল ইত্যাদি।
- 'অগ্নিকোণ' ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত মুখ্যোপাধ্যায় রচিত একটি কাব্যগ্রন্থ। তার বিখ্যাত উক্তি "ফুল ফুটুক না ফুটুক, আজ বসন্ত"।
- 'মরুসূর্য' কাব্যটির রচয়িতা আ.ন.ম বজলুর রশীদ।
- 'মরুশিখা' কাব্যটির রচয়িতা যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। কিন্তু 'মরুভাস্কর' কাব্যের রচয়িতা কাজী নজরুল ইসলাম এবং 'মরুভাস্কর' প্রবন্ধের রচয়িতা মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী।
- কোনটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস? বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড)-(সহকারী পরিচালক)-২০২২]

ক্<sub>.</sub> চিলেকোঠার সেপাই খ. আগুনের পরশমণি

<del>গ</del>. একাত্তরের দিনগুলি ঘ. পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়

# উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক একটি বিখ্যাত উপন্যাস আগুনের পরশমনি। এর রচয়িতা হুমায়ূন আহমেদ। হুমায়ূন আহমেদ রচিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক অন্যান্য

উপন্যাস হলো- জোছনা ও জননীর গল্প, শ্যামল ছায়া।

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক আরও কিছু উপন্যাস নিষিদ্ধ লোবান, নেকড়ে অরণ্য, দুই সৈনিক, হাঙর নদী গ্রেনেড, রাইফেল রোটি আওরাত ইত্যাদি।

স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ বর্ণের নাম সংখ্যা ১০টি ৪টি- এ.ঐ. ও ৬টি ঙ, ঞ, ৎ, ং, ঃ মাত্রাহীন বর্ণ ১ টি ঋ অর্ধমাত্রার ৮ টি ৭ টি খ, গ, গ, থ, বর্ণ ধ, শ \_ ৬ টি- অ, আ, পূর্ণমাত্রার ৩২টি বর্ণ इ, इ, उ, उ

কাজী নজরুল ইসলামের রচিত গ্রন্থ কোনটি?

[বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড)-(সহকারী পরিচালক)-২০২২]

- ক. অগ্নিকোণ
- খ. মরুসূর্য
- গ. মরুশিখা
- ঘ. রাঙাজবা
- উত্তর: ঘ



- 'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাসের পটভূমি ১৯৬৯ এর গণ অভ্যুত্থান। এর রচয়িতা আখতারুজ্জামান ইলিয়াস।
- 'একাত্তরের দিনগুলি ' মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্মৃতিকথা এর রচয়িতা জাহানারা ইমাম।
- 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক একটি কাব্যনাট্য। এর রচয়িতা সৈয়দ শামসুল হক।
- কোনটি কাব্যগ্রন্থ ? বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড)-(সহকারী পরিচালক)-২০২২]
  - ক. শেষ প্রশ্ন
- খ. শেষ লেখা
- গ. শেষের কবিতা বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যাঃ
- ঘ. শেষের পরিচয় উত্তর: খ
- 'শেষ লেখা' একটি কাব্যগ্রন্থ। এর লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। একটি কাব্যগ্রন্থ। গ্রন্থটির রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়।
- রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ সোনার তরী, খেয়া, বলাকা, মানসী, পূরবী, পুনশ্চ, সেঁজুতি, গীতাঞ্জলি, চিত্রা ইত্যাদি।
- 'শেষপ্রশ্ন' একটি উপন্যাস। এর রচয়িতা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এটি বিতর্ক প্রধান ও সমস্যামূলক উপন্যাস উপন্যাসটির চরিত্র- মনোরমা, শিবনাথ, অজিত, কমল, নীলিমা।
- 'শেষের কবিতা' একটি কাব্যধর্মী উপন্যাস। এর রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। উপন্যাসটি প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। উপন্যাসের চরিত্র অমিত, লাবণ্য।
- 'শেষের পরিচয়' শরৎচন্দ্রের শেষ উপন্যাস। তিনি উপন্যাসটি শেষ করতে পারেন নি এর বাকি অংশ রচনা করেন রাধারানী দেবী।
- 'কর্মে যাহার ক্লান্তি নাই' এই বাক্যগুলোর সংক্ষিপ্ত রুপ কি? [বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড)-(সহকারী পরিচালক)-২০২২] ক. ক্লান্তিহীন খ, অক্লান্ত

গ. অক্লান্ত কর্মী বিদ্যাবাডি ব্যাখ্যা: ঘ, অবিশ্রাম

উত্তর: গ

- 'কর্মে যাহার ক্লান্তি নাই' এর সংক্ষিপ্ত রূপ বা এক কথায় প্রকাশ হলো 'অক্লান্তকর্মী। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ এককথায় প্রকাশ-
- উপকারীর অপকার করে যে– কৃতত্ম।
- হনন করা ইচ্ছা- জিঘাংসা।
- যা কষ্টে নিবারন করা যায়- দুর্নিবার।
- যে নারীর হাসি সুন্দর- সুস্মিতা।
- যা ভবিষ্যতে ঘটবে- ভবিতব্য।
- রাত্রিকালীন যুদ্ধ- সৌপ্তিক।
- যিনি সবকিছুই জানেন- সর্বজ্ঞ।

- ٩. 'ড. আখতার হামিদ খান হলেন বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়নের পথিকৃৎ' বাক্যটি নিম্নোক্ত একটি শ্রেণির-বিংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড)-(সহকারী পরিচালক)-২০২২]
  - ক, মিশ্ৰ

খ. যৌগিক

গ. সরল

ঘ. জটিল

উত্তর: গ

# বিদ্যাবাডি ব্যাখ্যা:

- 'ড. আখতার হামিদ খান হলেন বাংলা দেশের পল্লী উন্নয়নের পথিকৃৎ" বাক্যটিতে একটি কর্তা 'ড. আখতার হামিদ খান' এবং একটি সমাপিকা ক্রিয়া থাকায় এটি সরল বাক্য।
- যৌগিক বাক্যে একাধিক স্বাধীন খন্ড বাক্য অব্যয়সূচক শ্বদ দ্বারা যুক্ত থাকে। যেমন তার টাকা আছে কিন্তু সে দান করে না।
- মিশ্র বা জটিল বাক্যে একটি প্রধান খন্ড বাক্য এবং এক বা একাধিক আশ্রিত বাক্য থাকে। যেমন- যে পরিশ্রম করে সেই সুখ লাভ করে।
- 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব। 'এই উক্তিটি কোন পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় লেখা থাকত?[বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড)-(সহকারী পরিচালক)-2022]

ক. সওগাত

খ. মোহাম্মদী

গ. সমকাল

ঘ. শিখা

উত্তর: ঘ

# বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- "জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব" এই উক্তিটি লেখা থাকতো "শিখা" পত্রিকায়।
- "শিখা" ছিল বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের প্রবক্তা "ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ এর মুখপাত্র।
- "শিখা" পত্রিকার প্রথম সম্পাদক আবুল হোসেন।
- "সওগাত" মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা এর সম্পাদক ছিলেন মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন।
- 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ।
- "সমকাল" পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন সিকান্দার আব
- 'সব কটা জানালা খুলে দাও না' এই গানের গীতিকার কে? [বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড)-(সহকারী পরিচালক)-২০২২]
  - ক. আলতাফ মাহমুদ
  - খ. নজরুল ইসলাম বাবু
  - গ. আবু হেনা মোস্তফা কামাল

ঘ. খান আতাউর রহমান

উত্তর: খ

#### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

'সবকটা জানালা খুলে দাওনা' গানের গীতিকার নজরুল ইসলাম বাবু। "একটি মুক্তিযুদ্ধের সময় রচিত একটি অনুপ্রেরণামূলক গান।



- মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক তার একটি বিখ্যাত দেশত্মবোধক গান "একটি বাংলাদেশ তুমি জাগ্রত জনতার"।
- "পদ্মা, মেঘনা, যমুনা" চলচ্চিত্রের গীতিকার হিসেবে তিনি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পান।
- ভাষা আন্দোলনের গান আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো মহান একুশে ফেব্রুয়ারি" এর বর্তমান সুরকার আলতাফ মাহমুদ। তার সুর করা গানটি জহির রায়হানের "জীবন থেকে নেওয়া" চলচ্চিত্রে প্রথম ব্যবহৃত হয়।
- "অপমানে তুমি জ্বলে উঠেছিলে সেদিন বর্ণমালা" "এই বাংলার হিজল তমাল" গানের গীতিকার আবু হেনা মোস্তফা কামাল।
- "এক নদী রক্ত পেরিয়ে" এ খাঁচা ভাঙ্গিব আমি কেমন করে" গানের গীতিকার খান আতাউর রহমান।
- ১০. বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন রচিত গ্রন্থ কোনটি? [বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড)-(সহকারী পরিচালক)-২০২২]
  - ক. পদ্মামণি
- খ. পদ্মাবতী
- গ, পদ্মরাগ ঘ, পদ্ম-গোখরা উত্তর: গ বিদ্যাবাডি ব্যাখ্যা:
- বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন রচিত গ্রন্থ পদ্মরাগ। এটি তার রচিত একটি উপন্যাস।
- বেগম রোকেয়ার আরেকটি উপন্যাস হলো সুলতানার
- তার শ্রেষ্ঠ রচনা– "অবরোধবাসিনী"। মতিচুর হলো তার গদ্যগ্রস্থ।
- "পদ্মাবতী" নামে কাব্য রচনা করেন মহাকবি আলাওল। "পদ্মাবতী" নামে নাটক রচনা করেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
- 'পদ্ম-গোখরা' হলো কাজী নজরুল ইসলাম রচিত একটি গল্পগ্রন্থ ।
- 'পদ্মমণি' নামে কোনো সাহিত্য কর্ম নেই।
- ১১. 'দুরবস্থা' শব্দটি সন্ধি বিচ্ছেদের সঠিক রূপ কোনটি? [বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড)-(সহকারী পরিচালক)-২০২২]
  - ক. দুর+বস্থা
- খ. দুর+বস্থা
- গ. দুর+অবস্থা
- উত্তর: ঘ ঘ. দুঃ+ অবস্থা
- বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
- দুরবস্থা এর সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ হলো দুঃ+অবস্থা। এটি বিসৰ্গ সন্ধি সাধিত শব্দ।
- 'র' এবং 'স' এর সংক্ষিপ্ত রূপ (ঃ) সন্ধিতে ব্যবহারে নিয়মই হলো বিসর্গ সন্ধি।
- বিসর্গ সন্ধি সাধিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ মনঃ+কষ্ট=মনঃকষ্ট
- নিঃ+রব= নীরব
- আশীঃ+বাদ= আশীবাদ।
- আবিঃ+কার= আবিষ্কার।

- নিঃ+কর= নিষ্কর।
- পুনঃ+আয়= পুনরায়।
- **১২. বাক্যের ক্ষ্দ্রতম একক কোনটি?**[বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড)-(সহকারী পরিচালক)-২০২২]
  - ক. চিহ্ন
- খ. ধ্বনি ঘ. শব্দ
- উত্তর: ঘ

#### গ, বর্ণ বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বাক্যের ক্ষুদ্রতম একক হলো শব্দ। গুরুত্বপূর্ণ তথ্য–
- ধ্বনি নির্দেশক চিহ্ন- বর্ণ।
- ভাষার ক্ষুদ্রতম একক- ধ্বনি।
- শব্দের ক্ষুদ্রতম একক- ধ্বনি।
- ভাষার মূল উপকরণ- বাক্য।
- ভাষার মূল উপাদান- ধ্বনি।
- ভাষার ছাদ বলা হয়- বাক্য।
- ভাষার ইট- বর্ণ।
- 'সিরাজাম মুনিরা' কাব্যের রচয়িতার নাম-বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন **30.** একাডেমী (বার্ড)-(সহকারী পরিচালক)-২০২২]
  - ক, ফররুখ আহমদ খ. গোলাম মোস্তফা
  - গ. তালিম হোসেন ঘ. মোঃ লুৎফর রহমান**উত্তর:** ক বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
  - 'সিরাজাম মুনিরা' কাব্যের রচয়িতা ফররুখ আহমদ। কাব্যটি ১৯৫২ সালে প্রকাশিত হয়।
  - তার শ্রেষ্ঠ কাব্য 'সাত সাগরের মাঝি' এবং শ্রেষ্ঠ কবিতা 'পাঞ্জেরী'।
  - 'হাতেম তায়ী' কাব্যের জন্য তিনি আদমজী পুরস্কার
  - 'মুহূর্তের কবিতা' তার সনেট সংকলন।
  - গোলাম মোস্তফার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ রক্তরাগ. হাসনাহেনা, সাহারা, খোশরোজ ইত্যাদি।
  - আলিম হোসেনের কাব্যগ্রন্থ দিশারী, শাহীন, নূরের জাহাজ ইত্যাদি।
  - মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের একমাত্র কাব্যগ্রন্থ 'প্ৰকাশ'।
- ১৪. যে ভূমিতে ফসল জন্মায় না-
  - [বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড)-(সহকারী পরিচালক)-২০২২]
  - ক. পতিত খ. অনুর্বর
    - ঘ. বন্ধ্যা
- উত্তর: গ

#### বিদ্যাবাডি ব্যাখ্যা:

গ. ঊষর

- 'যে ভূমিতে ফসল জন্মায় না' এর এক কথায় প্রকাশ–
- কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ এককথায় প্রকাশ
- যে নারীর সন্তান হয় না– বন্ধ্যা।
- যে পুরুষ বিয়ে করেনি– অকৃতদার।
- যে গাছে ফল ধরে কিন্তু ফুল ধরে না– বনস্পতি।
- আপন বর্ণ লকায় যে- বর্ণচোরা।

- ফল পাকলে যে গাছ মরে যায়– ওষধি।
- যা নিবারণ করা যায় না- অনিবার্য।

#### ১৫. সাধু ভাষা ও চলিত ভাষার পার্থক্য-

[বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড)-(সহকারী পরিচালক)-২০২২]

- ক. শব্দের কথা ও লেখ্য রুপে
- খ, বাক্যের সরলতা ও জটিলতায়
- গ. তৎসম ও অতৎসম শব্দের ব্যবহারে
- ঘ. ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদের রূপ

উত্তর: ঘ

## বিদ্যাবাডি ব্যাখ্যা:

সাধু ও চলিত ভাষার প্রধান পার্থক্য ক্রিয়াপদ এবং সর্বনাম পদের রূপে। যেমন

সাধু	চলিত
করিয়া	করে
যাইয়া	र्यस
তাহার	তার
আমাদিগের	<u> আমাদের</u>

সাধু	চলিত
পদবিন্যাস সুনির্দিষ্ট	পদবিন্যাস পরিবর্তনশীল
গুরুগম্ভীর	সহজবোধ্য
তৎসম শব্দবহুল	তদ্ভব শব্দবহুল
নাটক ও বক্তৃতার	বক্তৃতা ও নাটকের উপযোগী
অনুপোযোগী	

- ১৬. 'ঠক চাচা' চরিত্রটি কোন উপন্যাসে পাওয়া যায়? বিংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড)-(সহকারী পরিচালক)-২০২২]
  - ক. আলালের ঘরের দুলাল
  - খ. হাজার বছর ধরে
  - গ. মৃত্যুক্ষুধা
  - ঘ. জোহরা

উত্তর: ক

#### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'ঠকচাচা' চরিত্র 'আলালের ঘরের দুলাল" উপন্যাসের।
- 'আলালের ঘরের দুলাল' বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস। এর রচয়িতা প্যারীচাঁদ মিত্র।
- এই উপন্যাসের 'ঠকচাচা' চরিত্রটির আসল নাম ছিল মোকাজান মিয়া। ধূর্ততা, বৈষয়িক বুদ্ধি ও প্রাণময়তার প্রতীক এই চরিত্রটি।
- এই উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্র-
- বটলর- ধূর্ত উকিল।
- বাঞ্চারাম- অর্থলোভী।
- বক্রেশ্বর চাটুকার।
- হাজার বছর ধরে 'জহির রায়হানের বিখ্যাত উপন্যাস। এর চরিত্র– মনতু, টুনি, মকবুল, আমেনা, ফাতেমা,
- কাজী নজরুল ইসলামের 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসের চরিত্র- মেজবৌ, কুর্শি, প্যাকালে, মোয়াজ্জেম, রুবি, আনসার।

- 'জোহরা' উপন্যাসের রচয়িতা মোজাম্মেল হক। এর চরিত্র- আনোয়ারা, গোলাপজান, নূর এসলাম।
- ১৭. 'সংশয়' এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?/বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড)-(সহকারী পরিচালক)-২০২২]

ক. দৃঢ় গ. দ্বিধা খ. প্রত্যয়

ঘ নির্ভয়

উত্তর: খ

#### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সংশয় এর বিপরীত শব্দ প্রত্যয়। সংশয় অর্থ দিধা, সন্দেহ এবং প্রত্যয় অর্থ বিশ্বাস, নিশ্চয়তা।
- দৃঢ় এর বিপরীত শব্দ শিথিল।
- দ্বিধা এর বিপরীত শব্দ নিদ্বিধা
- নির্ভয় এর বিপরীত শব্দ ভয়।
- ১৮. কোনটি দব্দ সমাসের উদাহরণ? বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড)-(সহকারী পরিচালক)-২০২২]

ক. ভাই-বোন

খ, কানাকানি

গ. গাছপাকা

ঘ. সিংহাসন

উত্তর: ক

# বিদ্যাবাডি ব্যাখ্যা:

- দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ হলো 'ভাই-বোন। এটি মিলনার্থক দ্বন্দ্ব সমাস।
- যে সমাসে পূর্বপদ এবং পরপদ উভয় পদের প্রাধান্য থাকে তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে। দ্বন্দ্ব অৰ্থ জোড়া।
- দ্বন্দ্ব সমাসের অধিকাংশে সমস্তপদে হাইফেন ব্যবহৃত
- যে দ্বন্দ্ব সমাসে বিভক্তি লোপ হয় না তাকে অলুক দ্বন্দ্ব বলে। যেমন- দুধে ও ভাতে= দুধে-ভাতে, সাপে ও নেউলে= সাপে নেউলে।
- কয়েকটি দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ– মা-বাবা, দা-কুমড়া, হাত-পা, হাট-বাজার, আসল-নকল ইত্যাদি।
- কানে কানে যে কথা= কানাকানি, এটি ব্যতিহার বহুবীহি সমাস।
- গাছে পাকা= গাছপাকা, এটি ৭মী তৎপুরুষ সমাস।
- সিংহ চিহ্নিত আসন= সিংহাসন, এটি মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস।
- ১৯. মহাকবি আলাওল কোন যুগের কবি?/বাংলাদেশ একাডেমী (বার্ড)-(সহকারী পরিচালক)-২০২২]

ক. প্রাচীন যুগের

খ মধ্যযগের

ঘ. আধুনিক যুগের

উত্তর: খ

### গ. আদি মধ্যযুগের বিদ্যাবাডি ব্যাখ্যা:

- মহাকবি আলাওল মধ্যযুগের কবি।
- আরাকান রাজ্যসভার শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন আলাওল।
- তিনি কোরেশী মাগন ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় 'পদ্মাবতী' কাব্য রচনা করেন। কাব্যটি মালিক মুহম্মদ জায়সীর 'পদুমাবৎ' অবলম্বনে রচিত।
- আলাওলের অন্যান্য রচনা– হপ্তপয়কর তোহফা সিকান্দারনামা, সয়ফুলমূলক বদিউজ্জামান।

- আরাকান রাজসভার অন্যান্য বাঙালি কবি দৌলত কাজী।
- আরাকান রাজসভার অন্যান্য বাঙালি কবি
   কারেশী
   মাগন ঠাকুর, মরদন, আব্দুল করিম খন্দকার।

#### ২০. প্রথম বাঙালি নারী কবি কে?

[বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড)-(সহকারী পরিচালক)-২০২২]

- ক. তুলসি দেবী গ. কামিনী রায়
- খ. স্বর্ণকুমারী ঘ. চন্দ্রাবতী
- **উত্তর:** ঘ

#### বিদ্যাবাডি ব্যাখ্যা:

- প্রথম বাঙালি নারী কবি হলেন চন্দ্রাবতী। তিনি মধ্যযুগের কবি।
- তিনি 'রামায়ণ' অনুবাদ করেন।

- তার পিতা মনসামঙ্গল কাব্যের কবি দ্বীজ বংশীদাস।
- তাঁর রচিত কাব্য− মলুয়া, দস্যু কেনারামের পালা।
- 'মৈমনসিংহ গীতিকা'য় তাকে নিয়ে চন্দ্রাবতী নামে
   একটি পালা লিখেছেন নয়ানচাঁদ ঘোষ।
- 'স্বর্ণকুমারী দেবী' আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিক। তার বিখ্যাত উপন্যাস 'দীপনির্বাণ'।
- 'কামিনী রায়' ব্রিটিশ ভারতের প্রথম মহিলা স্নাতক ডিগ্রিধারী এবং প্রথম আধুনিক মহিলা কবি। তার বিখ্যাত কবিতা 'পরার্থে' পাছে লোকে কিছু বলে।
- তুলসি দেবী নামে কোনো মহিলা সাহিত্যিক নেই।

# বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (সিনিয়র অফিসার)- বাংলা

- বাংলা সাহিত্যের প্রথম গদ্যগ্রন্থ-।বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (সিনিয়র অফিসার)-২০২১।
  - ক. কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ
  - খ. মঙ্গল সমাচার
  - গ. কথোপকথন
  - ঘ. রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র

উত্তর: ক

### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখাঃ

- বাংলা সাহিত্যের প্রথম গদ্যগ্রন্থ 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'।
- এ গ্রন্থটি ১৭৪৩ সালে পর্তুগালের রাজধানী লিসবন থেকে প্রকাশিত হয়।
- এ গ্রন্থটির লেখক মনোএল দা আসসুস্পার্ট এবং রোমান হরফে রচিত।
- বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণের নাম 'ভোকাবুলিরও এম ইদিওমা বেনগল্লা ই পোরতুগিজ'।
- এ গ্রন্থেরও লেখক মনোত্রল দা আসসুম্পসাঁউ।
- বাংলার প্রথম ব্যাকরণও লিসবন থেকে প্রকাশিত হয় (১৭৪৩)।
- বাংলা ভাষায় প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থের নাম 'কথোপকথন' (উইলিয়াম কেরি)।
- 'মঙ্গল সমাচার' হলো মথী রচিত বাইবেলের বঙ্গানুবাদ (প্রকাশ-১৮০০)।
- বাঙ্গালি রচিত বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১; রচয়িতা রামরাম বসু)।
- বাংলা গদ্যের জনক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
- বাংলা চলিত রীতির প্রবর্তক প্রথম চৌধুরী।
- বাংলা ছোট গল্পের জনক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- ২. 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থের রচয়িতা-[বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (সিনিয়র অফিসার)-২০২১]
  - ক. টোডরমল
- খ. বীরবল
- গ. আবুল ফজল
- ঘ\_ তানসেন
- উত্তর: গ

#### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখাঃ

- 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থের লেখক আবুল ফজল।
- ঐতিহাসিক আবুল ফজল কর্তৃক রচিত 'আকবরনামা' গ্রন্থের তৃতীয় খল্ডের নাম 'আইন-ই-আকবরী'।
- সম্রাট আকবরের শাসন কাঠামো, নিয়য়-কানুন ইত্যাদি
   এ গ্রন্থে আছে।
- সম্রাট আকবর (১৫৫৬-১৬০৫ শাসনকাল) ছিলেন একজন শক্তিশালী মুঘল সম্রাট।
- টোডরমল ছিলেন স্ম্রাট আকবরের অর্থমন্ত্রী ও নবরত্নের একজন।
- সম্রাট আকবরের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এবং নবরত্নের একজন।
- তানসেন ছিলেন গায়ক/সংস্কৃতি মন্ত্রী এবং সম্রাট আকবরের নবরত্বের একজন।
- সম্রাট আকবর 'দ্বীন-ই-ইলাহী' নামক ধর্মীয় মতবাদ চালু করেন।
- বাংলাপিডিয়া প্রকাশের উদ্যোক্তা-(বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (সিনিয়র অফিসার)-২০২১]
  - ক. বাংলা একাডেমি
  - খ. বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি
  - গ. মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর
  - ঘ. দি ইউনিভার্সিটি প্রেস

উত্তরঃ খ

#### বিদ্যাবাডি ব্যাখা:

- 'বাংলা পিডিয়া' প্রকাশের উদ্যোক্তা বাংলা একাডেমি।
- 'বাংলাপিডিয়া' প্রথম প্রকাশ ২০০৩ সালে।
- 'বাংলাপিডিয়া' বাংলাদেশের জাতীয় জ্ঞানকোষ
- এ গ্রন্থের লেখক সংখ্যা প্রায় ১৪৫০ জন।
- 'বাংলাপিডিয়ার প্রধান সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম।
- বাংলা একাডেমি প্রকাশিত হয় ১৯৫৫ সালের ৩রা ডিসেম্বর।



- 'বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫২ সালে।
- ১৭৮৪ সালে স্যার উইলিয়াম জোনস 'এশিয়াটিক সোসাইটি' গঠন করেন।
- 'মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর' প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৯৬ সালের ২২মার্চ।
- 'মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর' এর অবস্থান ঢাকার আগারগাঁওয়ে।
- ভাষা আন্দোলনভিত্তিক প্রথম পত্রিকার সম্পাদকের নাম-[বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (সিনিয়র অফিসার)-২০২১]
  - ক. মুনীর চৌধুরী

বিদ্যাবাডি ব্যাখাঃ

- খ. হাসান হাফিজুর রহমান
- গ. শামসুর রাহমান
- ঘ. গাজীউল হক উত্তর: খ
- ভাষা আন্দোলনভিত্তিক প্রথম পত্রিকার সম্পাদকের নাম হাসান হাফিজুর রহমান।
- ভাষা আন্দোলনভিত্তিক প্রথম পত্রিকার নাম ছিল 'একুশে ফেব্রুয়ারি'।
- বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র' প্রমাণিক গ্রন্থের সম্পাদকও হাসান হাফিজুর রহমান।
- মুনীর চৌধুরী ছিলেন একাধারে নাট্যকার, শিক্ষাবিদ, ভাষাবিদ, সাহিত্য সমালোচক, বাগ্মী, বুদ্ধিজীবী।
- তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম কবর, রক্তাক্ত প্রান্তর, দন্ডকারণ্য, পলাশী ব্যারাক ও অন্যান্য, নষ্ট ছেলে, চিঠি, কেউ কিছু বলতে পারে না, রূপার কৌটা, মুখরা রমণী বশীকরণ ইত্যাদি।
- শামসুর রাহমান বাংলাদেশের একজন আধুনিক কবি।
- তাঁর ছদ্মনাম মজলুম আাদিব।
- তাঁর রচিত গ্রন্থ- বন্দী শিবির থেকে, প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে; রৌদ্র করোটিতে, বিধ্বস্ত নিলীমা. নিজ বাসভূমে ইত্যাদি।
- গাজীউল হক ছিলেন ১৯৫২ সালের ভাষাসৈনিক।
- তাঁর একুশে ফেব্রুয়ারির বিখ্যাত গান- 'ভুলবো না, ভুলবো না, ভুলবো/ একুশে ফেব্রুয়ারি....।
- ৫. কাজী নজরুল ইসলামের উপন্যাস কোনটি?(বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (সিনিয়র অফিসার)-২০২১]
  - ক. আলেয়া
- খ. ঝিলিমিলি
- গ. মধুমালা
- ঘ, কুহেলিকা
- উত্তর: ঘ

# বিদ্যাবাড়ি ব্যাখাঃ

- কুহেলিকা (১৯৩১) উপন্যাসটি কাজী নজরুল ইসলামের।
- এ উপন্যাসে স্বদেশি আন্দোলনের প্রসঙ্গ আছে।
- জাহাঙ্গীর, তাহমিনা, চম্পা, ফিরদৌস প্রমুখ চরিত্র দেখা যায়।
- বাঁধনহারা (১৯২৭), মৃত্যুক্ষুধা (১৯৩০), নজরুল ইসলামের আরও দুটি উপন্যাস।

- ঝিলিমিলি, মধুমালা, আলেয়া কাজী নজরুল ইসলামের রচিত নাটক।
- 'ঝিলিমিলি' তাঁর রচিত প্রথম নাটক।
- 'ব্যাথার দান' (১৯২২). প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ ও গল্পগ্রন্থও বটে।
- তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'মুক্তি'।
- তাঁর বিখ্যাত 'বিদ্রোহী' কবিতা 'অগ্নিবীণা' (১৯২২) কাব্যে সংকলিত হয়েছে।
- 'যুগবাণী' তাঁর প্রকাশিত প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থ।
- 'বিষের বাঁশি, ভাঙার গান, প্রলয় শিখা, চন্দ্রবিন্দু, যুগবাণী তাঁর নিষিদ্ধ গ্রন্থ।
- উপন্যাস কোন যুগের সৃষ্টি? বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (সিনিয়র অফিসার)-২০২১]
  - ক. সর্বযুগের
- খ. আধুনিক যুগের
- গ. প্রাচীন যুগের
  - ঘ. মধ্যযুগের

## উত্তর: খ

# বিদ্যাবাড়ি ব্যাখাঃ

- বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগে উপন্যাসের সৃষ্টি। বাংলা সাহিত্যকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-প্রাচীণ যুগ (৬৫০/৯৫০-১২০০), মধ্যযুগ (১২০১-১৮০০) এবং আধুনিক যুগ (১৮০১ সাল থেকে বর্তমান)
- প্রাচীন যুগের উল্লেখযোগ্য সাহিত্য 'চর্যাপদ' (পদ্যসাহিত্য)।
- মধ্যযুগের উল্লেখযোগ্য সাহিত্য 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন', বৈষ্ণব পদাবলী (পদ্য সাহিত্য)।
- আধুনিক যুগে বাংলা সাহিত্যে সার্থক উপন্যাসের সৃষ্টি করেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
- বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের বঙ্কিমচন্দ চট্টোপাধ্যায়।
- 'দুর্গেশনন্দিনী (১৯৬৫) বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক উপন্যাস।
- ওপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায<u>়</u>কে অপরাজেয় কথাশিল্পী বলা হয়।
- কথা সাহিত্য বলতে বুঝায়-[বেসামরিক বিমান চলাচল (সিনিয়র অফিসার)-২০২১]
  - ক. ছোটগল্প ও উপন্যাস
  - খ. কথা নিয়ে সাহিত্য
  - গ. নাটক ও আবৃত্তি
  - ঘ. সাহিত্যের কথা

#### উত্তর: ক

# বিদ্যাবাড়ি ব্যাখাঃ

- কথাসাহিত্য বলতে বুঝায় ছোটগল্প ও উপন্যাস।
- কথাসাহিত্য বলতে সেসব গল্প-কাহিনীকে বোঝানো হয় যেগুলোর আছে সাহিত্যিক মূল্য, যেমন সামাজিক ভাষ্য, রাজনৈতিক সমালোচনা বা মানুষের অবস্থা ইত্যাদি।
- নাটক হলো সাহিত্যের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি শাখা।

- মানবজীবনের বিশেষ কোন ঘটনার সংলাপময় শিল্পরকপই নাটক।
- ৮. 'নেমেসিস' নাটকের মূল উপজীব্য বিষয়-
  - ক. গ্রাম বাংলা দুর্ভিক্ষ
  - খ. ২য় বিশ্বযুদ্ধের কাহিনী
  - গ, সামাজিক অবিচার ও লাঞ্চনা
  - ঘ. নিৰ্যাতন ও শোষণ

উত্তর: খ

#### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখাঃ

- 'নেমেসিস' নাটকের মূল উপজীব্য বিষয়় দ্বিতীয় বিশ্বয়্রদের কাহিনী।
- 'নেমেসিস' নাটকটি 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।
- 'নেমেসিস' নাটকের লেখক নুরুল মোমেন এবং ১৯৪৮ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।
- সুরজিত, নৃপেন বোস, সুলতা, অসীম, অমলবাবু,
   ইয়াকুব প্রমুখ নাটকের চরিত্র।
- নুরুল মোমেনের অন্যান্য কর্ম- রূপান্তর, যদি এমন হতো, নয়া খান্দান, আলোছায়া, শতকরা আশি, যেমন ইচ্ছা তেমন ইত্যাদি।
- **৯. 'কিংবদন্তি' শব্দের সঠিক অর্থ-**[বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (সিনিয়র অফিসার)-২০২১]
  - ক. অলৌকিক ব্যক্তি খ. লোকশ্রুতি
  - গ. লোক পরস্পরা ঘ. রাজকাহিনী **উত্তর:** খ বিদ্যাবাড়ি ব্যাখাঃ
  - 'কিংবদন্তি' শব্দের অর্থ লোকশ্রুতি।
  - আরও অর্থ আছে- লোক পরম্পরায় শ্রুত কাহিনী, গুজব ইত্যাদি।
  - কংবদন্তি একটি সংস্কৃত শব্দ।
  - কিংবদন্তি শব্দের উৎপত্তি- কিম্+ √বিদৃ+অন্তি।
- ১০. 'নৈসর্গিক' এর বিপরীতার্থক শব্দ-

[বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (সিনিয়র অফিসার)-২০২১]

- ক. প্রাকৃতিক
- খ. কৃত্ৰিম
- গ. রাত্রিকালীন
- ঘ, দিবাকালীন
- উত্তর: খ

#### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখাঃ

- 'নৈসর্গিক' শব্দের বিপরীত শব্দ কৃত্রিম।
- প্রাকৃতিক শব্দের বিপরীত কৃত্রিম।
- রাত্রিকালীন শব্দের বিপরীত দিবাকালীন।
- ১১. ভাষার পরিবর্তন কিসের সাথে সম্পর্কযুক্ত-

[বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (সিনিয়র অফিসার)-২০২১]

- ক. শব্দের পরিবর্তনের সাথে
- খ, বাক্যের পরিবর্তনের সাথে
- গ্রধ্বনির পরিবর্তনের সাথে
- ঘ. পদ পরিবর্তনের সাথে

উত্তর: গ

## বিদ্যাবাড়ি ব্যাখাঃ

ভাষার পরিবর্তন ধ্বনি পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত।

- ভাষার ক্ষুদ্রতম একক ধ্বনি।
- একাধিক ধ্বনি নিয়ে গঠিত হয় শব্দ।
- সূতরাং ধ্বনির পরিবর্তন হলে শব্দেরও পরিবর্তন হয়।
- আবার সম্পূর্ণ মনের ভাব প্রকাশের জন্য একাধিক
   শব্দের দরকার হয়।
- সুতরাং ধ্বনির পরিবর্তনের অর্থই ভাষায় পরিবর্তন।
- বাংলায় মোট ৩৭টি মৌলিক ধ্বনি আছে।
- ৭ টি মৌলিক স্বরধ্বনি ও ৩০টি মৌলিক ব্যঞ্জনধ্বনি।
- **১২. বাংলা বর্ণমালায় যৌগিক স্বর**-(বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (সিনিয়র অফিসার)-২০২১]
  - ক, ৩টি
- খ. ২টি

গ. ৪টি

ঘ. ১টি

উত্তর: খ

#### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- বাংলা বর্ণমালায় যৌগিক স্বরজ্ঞাপক বর্ণ ২ (দুই)
   টি।
- বাংলা ভাষায় যৌগিক স্বরধ্বনির সংখ্যা ২৫টি।
- বাংলা ভাষায় বর্ণমালার সংখ্যা ৫০টি ৷
- বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণ সংখ্যা ৩৯টি।
- বাংলা স্বরবর্ণ সংখ্যা ১১টি ৷
- বাংলা মৌলিক স্বরধ্বনির সংখ্যা ৭টি।
- বাংলা মৌলিক ব্যঞ্জনধ্বনির সংখ্যা -৩০টি
- বাংলা মোট মৌলিক ধ্বনি-৩৭টি।
- ১৩. 'চশমা' শব্দটি যে ভাষা থেকে এসেছে-বিসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (সিনিয়র অফিসার)-২০২১]
  - ক, ফারসি
- খ. আরবি
- গ. ফরাসি
- ঘ. পর্তুগিজ

উত্তর: ক

# বিদ্যাবাড়ি ব্যাখাঃ

- 'চশমা' শব্দটি ফারসি ভাষার।
- ফারসি শব্দ: খোদা, গুনাহ, দোজখ, নামাজ, ফেরেশতা, রোজা, কারখানা, জবানবন্দি, দোকান, বেগম, জিন্দা, নমুনা, বদমাশ, হাঙ্গামা ইত্যাদি।
- আরবি শব্দ: ইসলাম, ঈমান, ওজু, কিয়ামত, গোসল, হারাম, হালাল, আদালত, আলেম, ওজর, নগদ, বাকি, রায় ইত্যাদি।
- ফরাসি শব্দ: কার্তুজ, কুপন, ডিপো, রেঁস্ডোরা, ইত্যাদি।
- পর্তুগিজ শব্দ: আনারস, আলপিন, আলমারি, গির্জা, গুদাম, চাবি, পাউরুটি, পাদি, বালতি ইত্যাদি।
- ১৪. 'তন্বী' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ-

[বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (সিনিয়র অফিসার)-২০২১]

ক. তম্+বি

ঘ. তনু+ম্বি

খ. তনু+ই **উত্তরঃ** গ

গ. তনু+ঈ বিদ্যাবাড়ি ব্যাখাঃ

- 'তন্বী' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ তনু+ঈ।
- সিদ্ধির নিয়মানুয়ায়ী- উ/উ + অন্য স্বর = ব (ফলা) +
   অন্যা স্বর হয় ৷ য়েমন:



- \* সু + অয় = য়য়
- \* সু + আগত = স্বাগত
- \* অনু + ইত = অন্বিত
- \* অনু + এষণ = অন্বেষণ
- পশু + অধম = পশ্বধম
- \* পশু + আচার = পশাচার
- \* মনু + অন্তর = মন্বন্তর ইত্যাদি
- **১৫. 'শোক দূর হয়েছে যার' এর বাক্য সংকোচন**–্রেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (সিনিয়র অফিসার)-২০২১]
  - ক. ভীতশোক

খ. শোকদূর

গ. নিঃশোক

ঘ. বীতশোক

উত্তর: ঘ

#### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখাঃ

- শোক দূর হয়েছে যার- এক বাক্যে সংকোচন হবে বীতশোক।
- কিছু এককথায় প্রকাশ:
  - হনন করার ইচ্ছা- জিঘাংসা
  - \* লাভ করার ইচ্ছা -লিপ্সা
  - \* যা কষ্টে লাভ করা যায়-দুর্লভ
  - যার সর্বস্ব হারিয়ে গেছে-সর্বহারা, হৃতসর্বস্ব
  - \* ফল পাকলে যে গাছ মরে যায়-ওষধি।
- ১৬. 'ঝির ঝির করে বাতাস বইছে' এখানে 'ঝির ঝির' দারা বুঝানো হয়েছে-বিসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (সিনিয়র অফিসার)-২০২১

ক, ভাবের গভীরতা খ.

খ. ধ্বনিব্যঞ্জনা

গ. পৌনঃ পুনিকতা

ঘ. সামান্যতা

উত্তর: খ

# বিদ্যাবাড়ি ব্যাখাঃ

- 'ঝির ঝির করে বাতাস বইছে'- এখানে 'ঝির ঝির দারা ধ্বনিব্যঞ্জনা বুঝানো হয়েছে।
- এখানে 'ঝির ঝির' অব্যয়ের দ্বিরুক্তি।
- এরূপ- 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর'। (ধ্বনি ব্যঞ্জনা)
- ভাবের গভীরতা- ছি! ছি!, তুমি কী করেছ? (অব্যয় দ্বিক্লক্তি)
- পৌনঃপুনিকতা বারবার সে কামান গর্জে উঠল।
   (অব্যয়ের দ্বিরুক্তি)
- সামান্যতা- উড়ু উড়ু ভাব, কালো কালো চেহারা।
   (বিশেষণের দ্বিরুক্তি)।
- **১৭. জাতিবাচক বিশেষ্যের উদাহরণ**-[বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (সিনিয়র অফিসার)-২০২১]

ক. সমাজ

খ. পানি

গ. মিছিল

घ. नमी

উত্তর: ঘ

#### বিদ্যাবাডি ব্যাখা:

- জাতিবাচক বিশেষ্যের উদাহরণ নদী।
- যে পদ দ্বারা কোনো একজাতীয় প্রাণী বা পদার্থের সাধারণ নাম বোঝায়, তাকে জাতিবাচক বিশেষ্য বলে।

- জাতিবাচক বিশেষ্যের উদাহরণ- মানুষ, পাখি, গুরু, গাছ, পর্বত, নদী ইত্যাদি।
- সমষ্টিবাচক বিশেষ্য- সমাজ, মিছিল, ঝাক, সমিতি, দল, পঞ্চায়েত, জনতা ইত্যাদি।
- বস্তুবাচক বা দ্রব্যবাচক বিশেষ্য- পানি, বই, কলম,
   थाला, মাটি, চিনি, লবণ, চাল ইত্যাদি।
- ১৮. 'বাড়ি গিয়ে তাকে পাওয়া যায়নি'- এ বাক্যে 'গিয়ে' কোন ক্রিয়া- *বিসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (সিনিয়র অফিসার)-২০২১।* ক. অসমাপিকা ক্রিয়া খ. সমাপিকা

গ. দিকর্মক

ঘ. প্রযোজক

**উত্তর:** ক

# বিদ্যাবাড়ি ব্যাখাঃ

- 'বাড়ি গিয়ে তাকে পাওয়া যায়নি'- এ বাক্যে 'গিয়ে' অসমাপিকা ক্রিয়ার উদাহরণ।
- যে ক্রিয়া পদ দারা বাক্যের পরিসমাপ্তি ঘটে না, বক্তার কথা অসম্পূর্ণ থেকে যায়, তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে।
- অসামাপিকা ক্রিয়ার উদাহরণ-
  - ১। প্রভাতে সূর্য উঠলে ----
  - ২। আমরা হাত-মুখ ধুয়ে ---
- যে ক্রিয়া পদ দ্বারা বাক্যের পরিসমাপ্তি ঘটে, তাকে সমাপিকা ক্রিয়াপদ বলে।
- সমাপিকা ক্রিয়া- ছেলেরা খেলা করছে, সুমন ঢাকা যাবে।
- যে ক্রিয়ার দুটি কর্মপদ থাকে, তাকে দ্বিকর্মক ক্রিয়া বলে।
- বাবা <u>আমাকে</u> একটি <u>কলম</u> কিনে দিয়েছেন। (দ্বিকর্মক ক্রিয়া)
- যে ক্রিয়া একজনের প্রযোজনা বা চালনায় অন্য কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়, সেই ক্রিয়াকে প্রযোজক ক্রিয়া বলে।
- মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন। (প্রযোজক ক্রিয়া)
- তুমি খোকাকে কাঁদিও না (প্রযোজক ক্রিয়া)
- সাপুড়ে সাপ খেলায় (প্রযোজক ক্রিয়া)
- ১৯. 'বুঝে শুনে উত্তর দাও নতুবা ভুল হবে'- বাক্যটি কোন শ্রেণির? [বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (সিনিয়র অফিসার)-২০২১] ক. জটিল খ. মিশ্র

ক. জটিল গ. যৌগিক

ঘ সরল

**উত্তরঃ** গ

# বিদ্যাবাড়ি ব্যাখাঃ

- 'বুঝে শুনে উত্তর দাও নতুবা ভুল হবে'- এটি যৌগিক বাক্য।
- যৌগিক বাক্য: পরস্পর নিরপেক্ষ দুই বা ততোধিক সরল বা মিশ্র বাক্য মিলিতি হয়ে একটি সম্পূর্ণ বাক্য গঠন করলে তাকে যৌগিক বাক্য বলে।
- এবং, ও, কিন্তু, অথবা, অথচ,কিংবা,বরং, তথাপি, প্রভৃতি অব্যয় শব্দ যৌগিক বাক্যে ব্যবহৃত হয়।
- যৌগিক বাক্য-

- উদয়ান্ত পরিশ্রম করব, তথাপি অন্যের দ্বারস্থ হব
   না।
- আমি বহু কষ্ট করেছি, ফলে শিক্ষা লাভ করেছি।
- সত্য কথা বলিনি, তাই বিপদে পড়েছি।
- মিশ্র বা জটিল বাক্য-
  - যে পরিশ্রম করে, সে-ই সুখ লাভ করে।
  - সে যে অপরাধ করেছে, তা মুখ দেখেই বুঝেছি।
  - \* যে ভিক্ষা চায়. তাকে দান কর।
- সরল বাক্য-
  - তারা নিয়মিত পড়াশোনা করে।

- \* ফাহিম খুব ভালো ছাত্ৰ।
- ২০. 'আ মরি বাংলা ভাষা'- এ চরণে 'আ' দ্বারা কী প্রকাশ পেয়েছে? [বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (সিনিয়র অফিসার)-২০২১]
  - ক. আশাবাদ

খ. আবেগ

গ. আনুগত্য

ঘ, আনন্দ

**উত্তরঃ** ঘ

#### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখাঃ

- 'আ মরি বাংলা ভাষা'- এ চরণে 'আ' দ্বারা আনন্দ প্রকাশ পেয়েছে।
- 'আ' অব্যয় বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়।
- সুখ বোধ প্রকাশে- আ কি আরাম!

# মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (উচ্চমান সহকারী)- বাংলা

১. নিচের কোন বানানগুচেছর সবগুলো বানানই অশুদ্ধ?

[মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (উচ্চমান সহকারী)-২০২১]

- ক. নিৰুণ, সূচগ্ৰ, অনুধৰ্ব
- খ. অনূর্বর, ঊধর্বগামী, শুদ্ধ্যশুদ্ধি
- গ. ভূরিভূরি, ভূঁড়িওয়ালা, মাতৃষসা
- ঘ. রানি, বিকিরণ, দুরতিক্রম্য

উত্তর: ক

#### বিদ্যাবাডি ব্যাখ্যা:

- উপরের অপশনগুলোর মধ্যে (ক) অপশনের সবগুলো বানান অশুদ্ধ। সঠিক বানান নিকৃণ, সূচ্যপ্র ও অনূর্ধর। অপশন (খ) এর অনুর্বর, শুদ্ধাশুদ্ধ। অপশন (গ) এর ভূঁড়িওয়ালা বানানের শৃদ্ধরূপ ভূঁড়িওয়ালা। (ঘ) এর সব বানানই সঠিক।
- ২. 'ঔ' কোন ধরনের স্বরধ্বনি?/মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (উচ্চমান সহকারী)-২০২১]
  - ক. যৌগিক স্বরধ্বনি খ. তালব্য স্বরধ্বনি
  - গ. মিলিত স্বরধ্বনি ঘ. কোনটিই নয় **উত্তর:** ক বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যাঃ
  - বাংলা ভাষায় 'ঔ' হলো যৌগিক স্বরধ্বনি।
  - বাংলা বর্ণমালার যৌগিক স্বরধ্বনি দুটি। এগুলো ঔ এবং ঐ।
  - যৌগিক স্বরধ্বনি হলো পূর্ণ স্বরধ্বনি ও অধস্বর ধ্বনির সিমালিত উচ্চারণ।
  - অতএব সঠিক উত্তর (ক)।
- বহুবীহি সমাসবদ্ধ পদ কোনিটি?। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (উচ্চমান সহকারী)-২০২১।
  - ক. জনশ্রুতি
- খ অনমনীয়
- গ. খাসমহল
- ঘ. তপোবন

উত্তর: খ

#### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বহুরীহি সমাসে পূর্বপদ ও পরপদে কোন পদের অর্থ না বুঝিয়ে অন্য পদের অর্থ বোঝায়। যেমন- দশ আনন যার= দশানন, বে (নেই) যার= বেহায়া।
- উপরের প্রদত্ত অপশনগুলোর মধ্যে (খ)।

- অনমনীয় হলো বহুবীহি সমাসের উদাহরণ।
- অনমনীয় এর সমস্তপদ হলো নয় নমনীয় যা ।
- অন্যদিকে খাস যে মহল= খাসমহল, কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ।
- আর তপের নিমিত্তে বন= তপোবন হলো তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ।
- 8. 'তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা, সখিনা বিবির কপাল ভাঙল'- এটি কোন বাক্য?[মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদণ্ডর (উচ্চমান সহকারী)-২০২১]
  - ক. সরল

খ. মিশ্ৰ

গ. যৌগিক

ঘ. জটিল

উত্তর: ক

## বিদ্যাবাডি ব্যাখ্যা:

- উপরের প্রশ্নে প্রদত্ত বাক্যটি সরল বাক্য।
- যে বাক্যে একটি মাত্র কর্তা (উদ্দেশ্য) এবং একটি মাত্র বিধেয় থাকে, তাকে সরল বাক্য বলে ৷ উদাহরণ- তুমি আসবে বলে, আমি অপেক্ষা করছি ৷
- অন্যদিকে পরস্পর নিরপেক্ষ দুই বা ততোধিক সরল বা
  মিশ্র বাক্য মিলিত হয়ে একটি সম্পূর্ণ বাক্য গঠন করলে,
  তাকে যৌগিক বাক্য বলে । উদাহরণ- বলিনি, তাই
  বিপদে পড়েছি ।
- যে বাক্যে একটি প্রধান খণ্ড বাক্যের সাথে এক বা একাধিক আশ্রিত বাক্য পরস্পর সাপেক্ষভাবে ব্যবহৃত হয়, তাকে মিশ্র বা জটিল বাক্য বলে।
- উদাহরণ- যে পরিশ্রম করে, সেই সুখ লাভ করে।
- অতএব, সঠিক উত্তর (ক)।
- (c. রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কবিতা কোন ছন্দে রচিত?

  [মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (উচ্চমান সহকারী)-২০২১]
  - ক. স্বরবৃত্ত

খ. অক্ষরবৃত্ত

গ. মান্দাক্রান্তা

ঘ. মাত্রাবৃত্ত

**উত্তরঃ** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যাঃ

 রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সোনার তরী' কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।



- যে কাব্য ছন্দে মূল পর্ব চার, পাঁচ, ছয় বা সাত মাত্রার ৮.
   হয় এবং মধ্যম লয়ে নাম করা হয়, তাঁকে মাত্রাবৃত্ত ছন্দ
  বলে । উদাহরণ-
- সোনার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে বনের পাখি ছিল বনে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অতএব সঠিক উত্তর (ঘ)।

- যে ছন্দ রীতিতে উচ্চারণের গতিবেগ বা লয় দ্রুত

   অক্ষর মাত্রেই এক মাত্রার হয়, তাঁকে স্বরবৃত্ত ছন্দ বলে।

   উদাহরণ- বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান।

   শিব ঠাকুরের বিয়ে হলো তিন কন্যে দান
- আবার যে ছন্দে সকল প্রকার মুক্তাক্ষর একমাত্র বিশিষ্ট এবং বদ্ধাক্ষর শব্দের শেষে দুই মাত্রা, কিন্তু শব্দের আদিতে এবং মধ্যে এক মাত্রা ধরা হয়়, তাঁকে অক্ষরবৃত্ত ছন্দ বলে।
- মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই
- ৬. বাংলা ভাষায় প্রথম ব্যকরণ রচনা করেন কে?/মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (উচ্চমান সহকারী)-২০২১]
  - ক. ঈশরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
  - খ. যতীন্দ্রমোহন বাগচী
  - গ. ব্রাসি হ্যালহেড
  - ঘ. রাজা রামমোহন রায়

উত্তর: ঘ

# বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যাঃ

- বাংলা ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনা করেন রাজা রামমোহন রায়।
- তাঁর রচিত ব্যাকরণ গ্রন্থের নাম 'গৌড়িয় ব্যাকরণ'।
- এটি ১৮২৬ সালে প্রথম ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়।
- পরবর্তীতে ১৮৩৩ সালে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়।
- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত ব্যাকরণ গ্রন্থের না 'ব্যাকরণ কৌমুদী'।
- ৭. 'উপরোধ' শব্দের অর্থ কী?!মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (উচ্চমান সহকারী)-২০২১/
  - ক. প্রতিরোধ

খ. উপস্থাপন

গ. অনুরোধ

ঘ. উপযোগী

উত্তর:

#### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- উপরোধ শব্দের অর্থ অনুরোধ করা।
- অতএব সঠিক উত্তর (গ)।
- অন্যদিকে প্রতিরোধ বলতে নেতিবাচক কিছুর প্রতিবিধান করা বা পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়া।
- উপস্থাপন অর্থ হলো কোন কিছু তুলে ধরা।
- উপযোগী বলতে কোন কিছুর সাথে অনন্য কিছুর কার্যে
   উপযুক্ততা।

- **৮. 'মেছো' শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয় কী?**[মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (উচ্চমান সহকারী)-২০২১]
  - ক. মাছ + ও
  - খ. মেষ + ও
  - গ. মাছি + উয়া >ও

ঘ. মাছ + উয়া >ও

উত্তর: ঘ

#### বিদ্যাবাডি ব্যাখ্যা:

- মেছো শব্দের সঠিক প্রকৃতি ও প্রত্যয় হলো- মাছ +
   উয়া >ও
- অতএব সঠিক উত্তর (ঘ)।
- প্রদত্ত অন্য অপশনগুলোর উত্তর ভল।
- ৯. 'বত্রিশ সিংহাসন' কার রচনা ?/মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (উচ্চমান সহকারী)-২০২১]
  - ক. মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার
  - খ. রামরাম বসু
  - গ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
  - ঘ. রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়

উত্তর: ক

#### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যাঃ

- বত্রিশ সিংহাসন এর রচয়িতা মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালয়ার।
- মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালয়ার রচিত অন্যান্য গ্রন্থ।
- রামরাম বসু রচিত গ্রন্থ 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' ও লিপিমালা।
- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত গ্রন্থসমূহ- প্রভাবতী সম্ভাষণ, বেতাল পঞ্চবিংশতি, শকুন্তলা, সীতার বনবাস, ভ্রান্তিবিলাস, বোধোদয়, কথামালা।
- ১০. টা, টি, খানা ইত্যাদি-[মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (উচ্চমান সহকারী)-২০২১]
  - ক. পদাশ্রিত নির্দেশক খ. প্রকৃতি
  - গ. বিভক্তি

ঘ. উপসর্গ

উত্তর: ক

# বিদ্যাবাডি ব্যাখ্যা:

- যে সকল অব্যয় পদের আশ্রয়ে নির্দিষ্টতা বা অনির্দিষ্টতা বুঝায় তাকে পদাশ্রিত নির্দেশক বলে ।
- প্রশ্নে প্রদত্ত টা, টি, খানা হলো পদাশ্রিত নির্দেশক।
- ক্রিয়া বা শব্দের মূল অংশকেই প্রকৃতি বলে। উদাহরণ-√কর্, √পড়, √চল।
- আবার যেসব অব্যয় ধাতু বা শব্দের পূর্বে বসে নতুন নতুন শব্দ তৈরি করে তাকে উপসর্গ বলে । যেমন- অন, অঘা, অজ ইত্যাদি ।
- অন্যদিকে বাক্যস্থিত একটি শব্দের সাথে অন্য শব্দের অন্বয়্ম সাধনের জন্য যে সকল বর্ণ যুক্ত হয়় তাকে বিভক্তি বলে। উদাহরণ: কে, রে, এ, য়, তে।
- ১১. 'মা যে জননী কান্দে' কোন ধরনের রচনা?

[মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (উচ্চমান সহকারী)-২০২১]

ক. কাব্য

খ, নাটক

গ. উপন্যাস

ঘ. প্রবন্ধ

উত্তর: ক



#### বিদ্যাবাডি ব্যাখ্যা:

- 'মা যে জননী কান্দে' একটি কাব্যগ্রন্থের নাম যার রচয়িতা পল্লী কবি জসীমউদ্দীন (১৯০৩-১৯৭৬)।
- 'মা যে জননী কান্দে' কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৩ সালে।
- অতএব সঠিক উত্তর (ক)।
- জসীমউদ্দীন এর আরও কিছু কাব্যগ্রন্থের নাম- রাখালী (১৯২৭), নকশী কাথার মাঠ (১৯২৯), সোজন বাদিয়ার ঘাট (১৯৩৪), বালুচর (১৯৩০), ধানক্ষেত (১৯৩৩), মাটির কান্না (১৯৫৮), সকিনা (১৯৬৯), রুপবতী (১৯৪৬)।
- ১২. 'জয়ের জন্য যে উৎসব'- এক কথায় কী হবে? মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (উচ্চমান সহকারী)-২০২১]
  - ক, জয়ন্তী

খ বিজয় উৎসব

গ, বিজয় জয়ন্তী ঘ. জয় জয়ন্তী বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'জয়ের জন্য যে উৎসব' তাকে এক কথায় জয়ন্তী বলে।
- অতএব সঠিক উত্তর (ক)।
- তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য- ড. সৌমিত্র শেখর, পৃষ্ঠা-২০৩)।
- ১৩. জাতি বাচক বিশেষ্যের দৃষ্টান্ত-/মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (উচ্চমান সহকারী)-২০২১]

ক, সমাজ

খ. পানি

গ. মিছিল

ঘ. নদী

উত্তর: ঘ

উত্তর: ক

# বিদ্যাবাডি ব্যাখ্যা:

- প্রদত্ত অপশনগুলোর মধ্যে 'নদী' হচ্ছে জাতিবাচক বিশেষ্যের উদাহরণ।
- জাতিবাচক বিশেষ্যের আরও কিছু উদাহরণ হলো-মানুষ, গরু, ছাগল, পাখি, ফুল, ফল, গাছ, সাগর, পর্বত, ইত্যাদি।
- অন্যদিকে সমাজ. মিছিল হলো সমষ্টিবাচক বিশেষ্যের
- সর্বশেষ পানি শব্দটি বস্তুবাচক বিশেষ্যের উদাহরণ।
- ১৪. 'বাবাকে বড্ড ভয় পাই'- এখানে 'বাবাকে' শব্দটি কোন কারক ও বিভক্তি?[মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (উচ্চমান সহকারী)-२०२১]

ক. কৰ্মে দ্বিতীয়া

খ. অপাদানে দ্বিতীয়া

গ. কর্মে চতুর্থী

ঘ. অপাদানে পঞ্চমী উত্তর: খ

- বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
- প্রশ্নে প্রদত্ত বাবাকে শব্দটি অপাদান কারকে ২য়া বিভক্তি।
- অতএব সঠিক উত্তর (খ)।
- যা কিছু থেকে কিছু বিচ্যুত, গৃহীত, জাত, বিরত, আরম্ভ, দুরীভূত, উৎপন্ন, রক্ষিত এবং যা থেকে ভীতি তৈরি হয়। তাকেই অপাদান কারক বলে।

- অন্যদিকে কে. রে হচ্ছে ২য়া বিভক্তির উদাহরণ।
- আবার হতে থেকে চেয়ে হচ্ছে ৫মী বিভক্তির উদাহরণ।
- ১৫. 'গণক' শব্দটির স্ত্রী লিঙ্গ কোনটি?/মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (উচ্চমান সহকারী)-২০২১]

ক. গণিকা

খ. গণকী

উত্তর: খ

গ, গণকিনী

ঘ, গণকা

# বিদ্যাবাডি ব্যাখ্যা:

- 'গণক' শব্দের স্ত্রী লিঙ্গ হচ্ছে 'গণকী'।
- অতএব সঠিক উত্তর (খ)।
- যে সব পুরুষ বাচক শব্দের শেষে 'অক' রয়েছে সেগুলোকে স্ত্রী বাচক করতে 'ইকা' যুক্ত হয়। যেমন-সেবক-সেবিকা, গায়ক-গায়িকা।
- কিন্তু 'গণক' শব্দের অক থাকলেও 'ইকা' যোগে স্ত্রী বাচক না হয়ে ঈ প্রত্যয় যোগে স্ত্রীবাচক শব্দ হয়েছে। যা একটি ব্যতিক্রমী নিয়ম। এরূপ কিছু ব্যতিক্রমী উদাহরণ- চাতক-চাতকী, নর্তক-নর্তকী, রজক-রজকী।
- তথ্যসূত্র: বাংলাভাষার ব্যাকরণ: নবম-দশম শ্রেণী ২০১৯ শিক্ষাবর্ষ।
- ১৬. 'সুন্দর মাত্রেরই একটা আকর্ষণ শক্তি আছে'- এই বাক্যে 'সুন্দর' শব্দটি কোন পদ?[মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (উচ্চমান সহকারী)-২০২১]

ক. বিশেষ্য

খ. বিশেষণ

গ. সর্বনাম

ঘ. বিশেষণের বিশেষণ**উত্তর:** ক

বিদ্যাবাডি ব্যাখ্যা:

- উপরের বাক্যে প্রদত্ত শব্দটি 'সুন্দর' দ্বারা সাধারণ নাম বোঝায়। তাই এটি একটি বিশেষ্য।
- অতএব সঠিক উত্তর (ক)।
- অন্যদিকে বিশেষণ দারা কোন বিশেষ্য যাদের দোষ, গুণ, অবস্থা নির্দেশ করে।
- সর্বনাম পদ বাক্যে বিশেষ্যের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়।
- অন্যদিকে বিশেষণের বিশেষণ ব্যবহৃত হয় নাম এবং ক্রিয়া বিশেষণকে বিশেষায়িত করার জন্য।
- ১৭. কোন কবিতা রচনার কারণে কবি নজরুল ইসলামের কারাদন্ড হয়েছিল ?[মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (উচ্চমান সহকারী)-२०२३]

ক, বিদ্ৰোহী

খ্ আনন্দময়ীর আগমনে

গ. কান্ডারী হুঁশিয়ার বিদ্যাবাডি ব্যাখ্যা:

ঘ. অগ্রপথিক

উত্তর: খ

- 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতাটি রচনার জন্য কবি কাজী নজরুল ইসলামের কারাদণ্ড হয়েছিল।
- অতএব সঠিক উত্তর (খ)।
- 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতাটি সর্বপ্রথম 'ধুমকেতু' পত্রিকায় ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯২২ সালের সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

- এই কবিতা রচনার জন্য নজরুল ২৩ নভেম্বর গ্রেফতার হন এবং ১৬ জানুয়ারি, ১৯২৩ সালে এক বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।
- বিদ্রোহী কবিতা নজরুলের 'অগ্নিবীনা' (১৯২২) কাব্যপ্রস্থের ২য় কবিতা।
- অগ্রপথিক কবিতাটি 'জিঞ্জীর' (১৯২৮) কাব্য এবং কাপ্তারী হুঁশিয়ার কবিতাটি সর্বহারা (১৯২৬) কাব্যপ্রস্থের অন্তর্গত।

### ১৮. কোনটি রবীন্দ্রনাথের রচনা?

[মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (উচ্চমান সহকারী)-২০২১]

ক. চতুরঙ্গ

খ. চতুষ্কোণ

গ. চতুদর্শী

ঘ, চতুষ্পদী উত্তর: ক

# বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যাঃ

- উপরের অপশনগুলোর মধ্যে 'চতুরঙ্গ' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা।
- 'চতুরঙ্গ' রবীন্দ্রনাথ রচিত সাধুভাষার সর্বশেষ উপন্যাস।
- ১৯১৬ সালে মাসিক সবুজপত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।
- এটি একটি সামাজিক মনস্তাত্ত্রিক উপন্যাস।
- উল্লেখযোগ্য চরিত্র শচীন, দামিনী, শ্রী বিলাস, জ্যাঠামশাই।

- ১৯. সন্ধির প্রধান সুবিধা কী?্রাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদণ্ডর (উচ্চমান সহকারী)-২০২১]
  - ক. পড়ার সুবিধা

খ. উচ্চারণের সুবিধা

গ. বাক্য গঠনের সুবিধা ঘ. লেখার সুবিধা উত্তর: খ বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সন্ধির প্রধান সুবিধা হলো উচ্চারণ করতে সহজ অতএব, সঠিক উত্তর (খ) উচ্চারণের সুবিধা।
- পাশাপাশি দুটি বর্ণ বা ধ্বনির মিলনকেই সন্ধি বলে।
   উদাহরণ- আশ+অতীত= আশাতীত।
- মহা+ঐক্য= মহৈক্য।
- ২০. 'ব্যক্ত' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?[মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (উচ্চমান সহকারী)-২০২১]

ক. ত্যক্ত

খ. গ্রাহ্য

গ. দৃঢ়

ঘ. গৃঢ়

**উত্তর:** ঘ

#### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যাঃ

- ব্যক্ত শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ গৃঢ়।
- অন্যদিকে গ্রাহ্য শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ হচ্ছে গ্রাহ্য।
- দৃঢ় শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ নমনীয়।
- অতএব সঠিক উত্তর (ঘ)।

